যুগান্তর

তারিখ 22 JAN 2007 পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

গণনিয়োগ বন্ধ ও উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেছে রাবি সচেতন শিক্ষক সমাজ

শিক্ষা উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে সম্পন্ন অবৈধ নিয়োগ বাতিল, বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন নিয়োগ বন্ধ, দু'জন শিক্ষক হত্যার বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ ও বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. আলতাফ হোসেনকে অপসারণ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করার আশু পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষক সমাজ। শনিবার রাতে শিক্ষক সমাজ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা আয়ুব কাদরীর কাছে গত পাঁচ বছরের অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে দেয়া স্মারকলিপিতে এ দাবি জানায়।

স্মারকলিপিতে তারা জানান, গত পাঁচ বছরে প্রশাসন এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। বিধিবহির্ভূতভাবে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অন্ধ দলীয় রাজনীতির চর্চায় অর্ধশতকের অধিক বয়োপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ঐতিহ্য আজ ভূলুণ্ঠিত। বিশ্বমানের একাডেমিক কর্মকাণ্ড, রুচিশীল সংস্কৃতি চর্চা, গঠনমূলক রাজনৈতিক তৎপরতা, সর্বোপরি মুক্তবুদ্ধি ও মননশীলতা ধারণের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় এখন খামখেয়ালিপনা ও মৌলবাদের শিকার এক বদ্ধ জলাশয়। ২০০১-০৬ সময়কালের উপাচার্যদের কর্মকাণ্ড মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'মহব্বত আলীর একদিন'র হুবহু প্রতিচ্ছবি।

কোন অভিযোগ ছাড়াই এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট অনুসারে সিনেট নির্বাচিত প্রফেসর এম সাইদুর রহমান খানকে উপাচার্য পদ থেকে অপসারণ করে এ মিশন শুরু করে জোট সরকারের মদদপুষ্ট প্রশাসন। একই কারণে আরও বহু শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, কোন নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাহী আদেশে অর্ডিন্যান্স পরিবর্তন, সরকারদলীয় ক্যাডারদের নিয়ম-বহির্ভূতভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগদান, পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়ার জন্য অযাচিত হস্তক্ষেপ, বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত নিয়োগ, বিভাগ চালু করে বছরের পর বছর শিক্ষার্থী ভর্তি না করা, প্ল্যানিং কমিটির সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূতভাবে শিক্ষক নিয়োগ, যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীদের বাদ দিয়ে এবং শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও দলীয় প্রার্থী নিয়োগ, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধে উজ্জীবিত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতির ফাইল মাসের পর মাস আটকে রেখে মানসিক নির্যাতন ও আর্থিক ক্ষতিসাধন, দলীয় শিক্ষকদের নিয়ম-বহির্ভূতভাবে পদোন্নতির সুপারিশ, ড. এস তাহের আহমদ হত্যাকাণ্ডের অন্যতম আসামি রাবি শিবিরের সভাপতি মাহবুব আলম সালেহীকে বিধিবহির্ভূতভাবে পরীক্ষা প্রদানের সুযোগদান প্রভৃতি একাডেমিক দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এতে তুলে ধরা হয়।

এছাড়াও বহু প্রশাসনিক দুর্নীতি, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার ওপর সন্ত্রাসী মৌলবাদীদের আক্রমণ, অধিকাংশ হলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ছাত্ররা অবস্থান করতে না পারা, ছাত্রশিবিরের চাঁদাবাজি, সিট দখল ও হুমকির কারণে ছাত্রদের হল ছাড়তে বাধ্য হওয়া এবং পরিবেশগত নানা সমস্যা এতে তুলে ধরা হয়।

স্মারকলিপিতে সচেতন শিক্ষক সমাজের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক ও সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. আবদুস সোবহান, এজাজুল এম হক, এম নুরুল্লাহ, ড. এম মোখলেসুর রহমান, মলয় কুমার ভৌমিক, ড. সরকার আলী আক্কাস, ড. আনন্দ কুমার সাহা, শামসুদ্দিন ইলিয়াস প্রমুখ স্বাক্ষর করেন।